Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান সদাকার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জাকিরিন সুলতানা সুরাইয়া

রোলঃ 227021414228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান সদাকার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জাকিরিন সুলতানা সুরাইয়া

রোলঃ 227021414228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " জাকিরিন সুলতানা সুরাইয়া " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জাকিরিন সুলতানা সুরাইয়া, আইডিঃ 227021414228 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দান সদাকার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

জাকিরিন সুলতানা সুরাইয়া

আইডিঃ 227021414228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

দান-সদাকাহ'র এত গুরুত্ব থাকার আরও একটি কারণ হলোঃ- 6

সদাকাহ'র কল্যাণকারিতাঃ-..8

□ সদাকাহ কবুলের শর্তঃ-...19

□ কোন সময়ের সদাকাহ উত্তম? 21

□ রমাদ্বন মাসে সদাকাহঃ-...22

□ সদাকাহ দেওয়ার কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রঃ -..38

পূর্ব যুগের নিষ্ঠাবান সদাকাহকারীদের কিছু ঘটনাঃ-...44

হাদিসের আলোকে সেরা দানঃ 46

সদাকাহ দুই প্রকার। যথাঃ-

১. সাধারণ সদাকাহ ;

২. সদাকায়ে জারিয়াহ।

সাধারণ সদাকা হলো-এতিম, গরিব অসহায়কে টাকা-পয়সা, বস্ত্র, অন্ন দান করা। আর সদাকায়ে জারিয়াহ হলো-যে দানের সওয়াব স্থায়ী হয়। মৃত্যুর পর কবরেও সওয়াব পেতে থাকে। যেমন-দুনিয়ার মধ্যে হাফেজ, আলেম ছাত্র ও নেককার সন্তান রেখে যাওয়া। দ্বীনি বইপুস্তক রচনা করা। মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা। জনসাধারণের জন্য পানির ব্যবস্থা করা, বৃক্ষরোপণ করে যাওয়া ইত্যাদি।

এক ব্যক্তি অন্যকে যদি দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয়, সে ব্যক্তি অন্যকে পরবর্তীতে কাউকে না কাউকে শিক্ষা দেবে। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত এ সৎ কাজের সওয়াব কবরে পৌঁছতে থাকবে। নবি করীম (ﷺ) ওই ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড় দানশীল হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন, যিনি পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর ইলম অন্যদের শিক্ষা দেন। মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা রাস্তাঘাট ইত্যাদিতে দান করলে অনেক বেশি মানুষ উপকৃত হয় এবং সওয়াব দীর্ঘস্থায়ী হয়।

বুখারী শরিফে এসেছে-হজরত আবু হুরায়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক (ﷺ) ইরশাদ করেন: যখন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি আমলের সওয়াব কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকে:- সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান, ভালো সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।

(মুসলিম: ৪৩১০)

দানের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছেঃ

وَفِيۡۤ اَمۡوَالِہِمۡ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالۡمَحۡرُوۡمِ(١٩)

" তোমাদের সম্পদে গরিব-অসহায়দের অধিকার রয়েছে "।

(সূরা যারিয়াত, আয়াত: ১৯)

অর্থাৎ আমরা যা দান করি, ইসলামের দৃষ্টিতে তা দয়া নয়, তা গরিবদের অধিকার বা হক্কুল ইবাদ। যখন দান করা হয়, তখন সৃষ্টির অধিকারকেই সম্মান করা হয়। আল্লাহতায়ালা আরও বলেন, ‘তাদের সম্পদে নির্দিষ্ট হক রয়েছে। ভিক্ষুক এবং বঞ্চিত (যারা লজ্জায় কারও কাছে হাত পাতে না) সবার হক রয়েছে’।

দানের গুরুত্ব সম্পর্কে সূরা বাকারার ২৬১নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ‌ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ‌ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ(٢٦١)

" যারা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে তার উদাহরণ হচ্ছে সেই বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। আর প্রতিটি শীষে একশতটি করে দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অতিরিক্ত দান করেন "।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ২৬১)

হাদিস শরিফেও দান করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে-বুখারি ও মুসলিম শরিফে এসেছে: " যারা গোপনে দান করেন, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাদের আরশের নিচে ছায়া ও শান্তি দান করবেন "। নবি করীম (ﷺ) বলেনঃ " দান-সদকা গুনাহ এমনভাবে মিটিয়ে ফেলে যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে "।

(মুসনাদ আহমাদ, হাদিস :২২১৩৩)

" দান জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়"। সুবহানাল্লাহ। তিনি আরও বলেন: "দান করলে বিপদ কেটে যায়, আর হায়াত বাড়ে "।

বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, " খেজুরের একটি অংশ দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা কর "।

(বুখারী, হাদিস: ৭৫১২)

দান করলে বালা মুসিবত, অ্যাক্সিডেন্ট, পেরেশানি, দুর্ঘটনা, অসুস্থতা দূর হয়ে যায়। তাই দানের গুরুত্ব ও ফজিলত অপরিসীম।

তবে দান করে খোটা দেওয়া জায়েজ নেই। এ সম্পর্কে সূরা বাকারার ২৬৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تُبۡطِلُوۡا صَدَقٰتِكُمۡ بِالۡمَنِّ وَالۡاَذٰى ۙ كَالَّذِىۡ يُنۡفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ (٢٦٤)

'হে ইমানদারগণ! তোমরা দানের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাতের সওয়াব বরবাদ করো না। যে নিজের সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে না "।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ২৬৪)

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাদের এখলাছের সঙ্গে দান করতে বলেছেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ " একাগ্রচিত্তে অল্প আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট "।

বর্তমান যুগে অনেক মানুষ প্রশংসা নেওয়ার জন্য, গর্ব-অহংকার প্রকাশ করার জন্য দান করে। অনেকে আবার দুনিয়াবি স্বার্থের জন্যও দান করে। এটি সম্পূর্ণ নিষেধ। দান যদি মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য না হয়, তা দ্বারা হয়তো দুনিয়াবি কিছু স্বার্থ হাসিল হবে, কিন্তু পরকালে এর বিনিময় পাওয়া যাবে না।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

" যারা মানুষের প্রশংসা নেওয়ার উদ্দেশ্যে দান করবে, তাদের দ্বারাই জাহান্নামের আগুনকে প্রথম প্রজ্বলিত করা হবে " (নাউজুবিল্লাহ)।

তিনি আরও বলেনঃ " আল্লাহ তা'আলা সম্পদশালীকে প্রশ্ন করবেন, আমার দেওয়া সম্পদ তুমি কী করেছ? সে জবাব দেবে আমি আপনাকে খুশি করার জন্য অনেক দান করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে দান করেছ যে, তোমাকে বলা হবে,

দানবীর, দানশীল, সমাজসেবক, জনদরদি। সব টাইটেল তো তুমি দুনিয়াতে পেয়ে গেছ। তখন তাকে টেনেহিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(তিরমিজি হাদিস ২৩৮২)

তাই দান-সদাকাহ করে খোটা দেওয়া যাবে না এবং এখলাছের সঙ্গে (একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই) দান করতে হবে।

মহান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মানুষের প্রতি এক বিরাট এহসান হল মানুষ তার রবের সন্তুষ্টিতে দান-সদকা করা। এটা মানুষের জন্য আল্লাহর বিশেষ এহসান। কেননা এর মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য রেখেছেন অনেক কল্যাণ। সদাকাহ-খয়রাতের ফলে আল্লাহ তা'আলা বান্দার গুণাহ মাফ করে থাকেন, আয়ের মধ্যে বরকত দেন, পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি করেন ও বিভিন্ন বিপদ থেকে হেফাজত করেন। তাছাড়া দানের ফলে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়ে থাকে, শান্তি-শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায় এবং সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা অত্যধিক।

মহাগ্রন্থ পবিত্র আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছেঃ

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ(١٨) ۝

" নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী এবং যারা আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দান করে, তাদেরকে দেওয়া হবে বহু গুণ বেশি সওয়াব এবং তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত সম্মানজনক মহা পুরষ্কার "। (সূরা হাদীদ, আয়াত: ১৮)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা দানশীল নারী-পুরুষদের জন্য কল্যাণের সুসংবাদ দিয়েছেন। তাছাড়া আল্লাহ প্রদত্ব উক্ত এহসানের মধ্যে সর্বপ্রথম যে দানের কথা আসে তা হল যাকাত। যাকাত হচ্ছে দান-সদকার মধ্যে একটি ফরজ পর্যায়ের ইবাদাত যা কেবল সামর্থ্যবানদের উপর ফরজ করা হয়েছে। আর এই দানের ফলে বান্দার ধন-সম্পদ পবিত্র হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّکٰوةَ وَارۡکَعُوۡا مَعَ الرّٰکِعِيۡنَ(٤٣)

" আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূ‘কারীদের সাথে রুকূ‘ কর "।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৩)

দানের কারণে কখনো সম্পদ কমে না; বরং বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাহ্যিকতায় সুদের বৃদ্ধি দেখলেও প্রকৃত অর্থে সূদে রয়েছে মহা ক্ষতি।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَمۡحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرۡبِى الصَّدَقٰتِ‌ؕ

" আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন "।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭৬)

দান-সদকা এমন একটি বিষয় যা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে যদি কোনো ক্ষুদ্র কাজও করা হয়, তাও কিন্তু সদকা হিসেবে গণ্য হবে। সুবহানআল্লাহ!

এমনকি নিজের প্রতিপাল্য ও অধীনস্থ পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণে যে অর্থ আমরা ব্যয় করি, তাও কিন্তু সদকা হিসেবে বিবেচিত। এই ক্ষেত্রে যে সাওয়াব মিলে তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে_

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবেঃ " তুমি যা কিছুই ব্যয় করো, সেটাই তোমার জন্য সদকা। এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি তুমি তুলে দাও সেটাও "।

(সহীহ বুখারী : ৫৩৫৪)।

দানের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে_ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদ সদাকাহ করে, (আল্লাহ তা’আলা হালাল, অর্থাৎ পবিত্রকেই কবুল করেন)।, তাহলে উক্ত সদাকাহ যেন সে আল্লাহর হাতে দিল। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে

এইভাবে লালন-পালন করেন, যেভাবে তোমরা ঘোড়ার বাচ্চা কিংবা উটের বাচ্চা লালন-পালন কর। শেষ পর্যন্ত সেই সদকা (বৃদ্ধি পেয়ে)। পর্বতের সমপরিমাণ হয়ে যায়। (মুয়াত্তা মালিক)।

অধিকাংশই অর্থ-সম্পদ দান করাকে কেবল দান-সদাকাহ হিসেবে বুঝে থাকেন। মূলত তা নয়; বরং কাউকে কথা দিয়ে সহযোগিত করা, কারো কাজে সহায়তা করা, পথহারা ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেওয়া, অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা করা, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, দু'জনের মধ্যে মিমাংসা করা, স্ত্রীর সাথে মুচকি হাসা, স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেওয়া, হাসি মুখে কথা বলা, অসহায় ব্যক্তিকে সাহায্য করা, মাজলুমের পাশে দাঁড়ানো, উত্তম পরামর্শ দিয়ে পাশে থাকা, ভালো ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা, অতিথি সেবা, পথের কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা ইত্যাদি যত প্রকার কল্যাণমুখী কাজ রয়েছে সব ক্ষেত্রে নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে করা কাজগুলো সদাকাহ হিসেবে বিবেচিত হবে।

দান-সদাকাহ'র এত গুরুত্ব থাকার আরও একটি কারণ হলোঃ-

বান্দার উপর আল্লাহর রাগান্বিত অবস্থায় যদি কোনো বান্দা দান-সদাকাহ করেন, তাহলে মহান আল্লাহ তা'আলা রাগকে ছুড়ে ফেলে বান্দার উপর খুশি হয়ে যান এবং রহমত বর্ষণ করেন। সুবহানআল্লাহ!

তবে দান-সদাকাহ'র পর কখনো খোটা দিয়ে কষ্ট দিতে নেই, কখনো প্রচার করতে নেই, কখনো গর্ব করতে নেই।

এই বিষয়ে আল-কুরআনে আল্লাহর নির্দেশনা রয়েছে—

اَلَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتۡبِعُوۡنَ مَآ اَنۡفَقُوۡا مَنًّا وَّلَاۤ اَذًى ۙ لَّهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ۚ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ(٢٦٢)

" যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে। তারপর যা ব্যয় করে তা প্রচার করে না এবং কোন প্রকার কষ্টও দেয় না , আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান রয়েছে । আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না "।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ২৬২)

সুতরাং, প্রত্যেকের উচিত বেশি বেশি দান-সদাকাহ করা এবং দান-সদাকাহ'র কাজে উৎসাহিত করা। দান-সদাকাহ'র কাজে উৎসাহিত করা ব্যক্তিদের আল্লাহ তা'আলা পুরস্কৃত করবেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا(١١٤)

" যে ব্যক্তি নির্দেশ দেয় সাদাকাহ, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের তাতে কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কেউ তা করলে তাকে অচিরেই আমি মহা পুরস্কার দেব "।

(সূরা নিসা, আয়াত : ১১৪)

প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। এই চিরন্তন সত্যকে লঙ্ঘন করার ক্ষমতা মানুষের কারোর নেই। ধনী-গরীব, রাজা-বাদশাহ, ছোট-বড় সবার জীবনেই মৃত্যু যেকোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে। তার ভয়ংকর থাবায় মিটে যাবে জীবনের স্বাদ। দপ করে নিভে যাবে মানুষের প্রাণ প্রদীপ। নশ্বর পৃথিবীর মায়া ছিন্ন করে চলে যেতে হবে অন্তহীন পরকালের পথে। যেখানে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-প্রিয়জন থেকে মানুষ হবে সম্পূর্ণ একা। পৃথিবীতে ধন-দৌলত, বিত্ত-বৈভব, সুনাম-সুখ্যাতির অধিপতি থাকলেও পরকালে হতে হবে নিঃস্ব ও রিক্ত। পৃথিবীর মায়া মরীচিকায় যারা দুনিয়াকে সর্বস্ব জ্ঞান করবে, পরকালে শূন্য খাতা হাতে পেয়ে তাদের হুশ ফিরবে। কিন্তু তখন কেবল আফসোস করা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না। সে কারণে প্রত্যেক আদম সন্তানকে ইহজীবন অন্তীম হওয়ার আগেই পরকালীন পাথেয় সঞ্চয় করা আবশ্যক। যে পাথেয় তাকে জাহান্নামের অগ্নিগহবর থেকে বাঁচাবে।

সদাকাহ এমনই এক ইবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিল হয় এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

" তোমরা একটি খেজুরের টুকরা দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো "।

[তিরমিযী হা/২৯৫৩, রাবী 'আদী বিন হাতেম (রাঃ); ছহীহুল জামে' হা/৮১৪৭]

সদাকাহ'র কল্যাণকারিতাঃ-

(১) সদাকাহ গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

(الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ)،

" সদাকাহ গোনাহকে নিভিয়ে দেয়, যেমনি করে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয় "।

(আহমাদ হা/১৫৩১৯; তিরমিযী হা/৬১৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২১০; মিশকাত হা/২৯, রাবী মু'আয বিন জাবাল (রাঃ); ছহীহাহ হা/১১২২)

তিনি আরও বলেনঃ

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ،...حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ-

" নিশ্চয় সদাকাহ কবরের উত্তাপ নিভিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মু'মিন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত তার সদাকাহ'র ছায়াতলে আশ্রয় পাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের মধ্যে বিচারকার্য শেষ হয় "।

[ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৮৮, রাবী ওক্ববা বিন 'আমের (রাঃ); ছহীহ ইবনু হিববান হা/৩৩১০; ছহীহাহ হা/৩৪৮৪]

(২) সদাকাহ'র নেকী অপরিসীম । রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

(مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ)-

" যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তার জন্য সাতশ' গুণ নেকী লেখা হয় "।

[তিরমিযী হা/১৬২৫; নাসাঈ হা/৩১৮৬; মিশকাত হা/৩৮২৬, রাবী খুরাইম বিন ফাতেক (রাঃ)]

তিনি আরও বলেনঃ

(يَا ابْنَ آدَمَ إِنْ تَبْذُلِ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول)
" হে আদম সন্তান! প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সম্পদ তোমার কাছে আছে তা খরচ করা তোমার জন্য (দুনিয়া ও আখিরাতে) কল্যাণকর। আর তা খরচ না করা হবে অকল্যাণকর। প্রয়োজনীয় পরিমাণ ধন-সম্পদ (জমা করায়) দোষ নেই। তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ ব্যয়ের কাজ নিজ পরিবার-পরিজন থেকে শুরু করো'।

[মুসলিম হা/১০৩৬; মিশকাত হা/১৮৬৩, রাবী আবু উমামাহ (রাঃ)]

হাদীছে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

(-قَالَ اللهُ تَعَالَى :أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ)

" আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান কর, তোমাকেও দান করা হবে'।

(বুখারী হা/৫৩৫২; মুসলিম হা/৯৯৩; মিশকাত হা/১৮৬২)

তিনি আসমা (রাঃ)-কে বললেনঃ

(-أَنْفِقِى وَلاَ تُحْصِى فَيُحْصِىَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلاَ تُوعِى فَيُوعِىَ اللهُ عَلَيْكِ)

" 'আল্লাহর পথে' ব্যয় করো, হিসাব করো না "। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর তাঁর রহমতকে হিসাব করবেন। আর হাত গুটিয়ে রেখ না, তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তোমার থেকে হাত গুটিয়ে নিবেন "।
[বুখারী হা/২৫৯০; মুসলিম হা/১০৯২; মিশকাত হা/১৮৬১, রাবী আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ)]

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍم بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ-

" আর যারা ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও ছওয়াব লাভের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে, তাদের উদাহরণ সমভূমির ঐ বাগিচার মত, যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হ'লে দ্বিগুণ শস্য উৎপাদিত হয়। আর প্রবল বৃষ্টি না হ'লে হাল্কা বৃষ্টিই যথেষ্ট হয়। বস্তুত তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সবই দেখেন "।

(সূরা বাক্কারাহ, আয়াত:২৬৫)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ-

" যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ থাকত, তাহলে আমি এটা পছন্দ করতাম যে, ঋণ পরিশোধের জন্য পরিমাণ মত বাকি রেখে অবশিষ্ট সবটাই তিন দিন অতিবাহিত না হতেই আল্লাহর পথে ব্যয় করে ফেলি "।

[বুখারী হা/৬৪৪৫; মিশকাত হা/১৮৫৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)]

তিনি আরও বলেনঃ

مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ-

" যে ব্যক্তি আল্লাহর চেহারা কামনায় সদাকাহ করল এবং সেটাই যদি তার শেষ আমল হয়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।

[আহমাদ হা/২৩৩৭২, রাবী হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ); ছহীহুত তারগীব হা/৯৮৫]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا-

" প্রতিদিন সকালে দু’জন ফেরেশতা অবতরণ করে। তাদের একজন বলে, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন। অপরজন বলে, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করুন" ।

[বুখারী হা/১৪৪২; মুসলিম হা/১০১০; মিশকাত হা/১৮৬০, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)]

(৩) আল্লাহ তা'আলা সদাকাহ নিজ হাতে গ্রহণ করেন । রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ-

" যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুরের সমপরিমাণ দান করল, আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত কবুল করেন না, আল্লাহ তা নিজ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর দানকারীর জন্য তা বৃদ্ধি করতে থাকেন, যেভাবে তোমাদের কেউ ঘোড়ার বাচ্চা পালন করে তা বৃদ্ধি করতে থাক, এমনকি তা পাহাড় সমান হয়ে যায়’। [বুখারী হা/১৪১০; মুসলিম হা/১০১৪; মিশকাত হা/১৮৮৮; ‘যাকাত’ অধ্যায় ‘দানের মাহাত্ম্য’ অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)]

(৪) সদাকাহ ব্যক্তিকে পবিত্র করে । সদাকাহ'র মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়। অন্তরের কৃপণতা দূর হয়। কারো সম্পদের পাহাড় না থাকলেও আল্লাহ তার অন্তরে প্রাচুর্য দান করেন।
সেজন্য আল্লাহ স্বীয় রাসূল (ﷺ) -কে বলেনঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا،

" তুমি তাদের সম্পদ থেকে সদাকাহ গ্রহণ কর, যা দ্বারা তুমি তাদের (কৃপণতার কলুষ হতে) পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে "।
(সূরা আত-তাওবা, আয়াত:১০৩)

(৫) সদাকায় সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটে । আপাত দৃষ্টিতে সদাকায় সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পেলেও মূলত সম্পদ কমে না। আল্লাহ এমন উৎস থেকে বান্দাকে দান করতে থাকেন যে সম্পর্কে বান্দার কোন ধারণাই থাকে না।

সে কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

" সদাকায় সম্পদ হ্রাস পায় না "। [মুসলিম হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/১৮৮৯ 'যাকাত' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)]

অপর একটি হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

" আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি খরচ কর। আমি তোমাকে দান করব এবং [রাসূল (ﷺ)] বললেন, আল্লাহ তা'আলার হাত পরিপূর্ণ। (তোমার) রাত-দিন অবিরাম খরচেও তা কমবে না। তিনি বলেন, তোমরা দেখ না, যখন থেকে (আল্লাহ) আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে কি পরিমাণ খরচ করেছেন? কিন্তু এত খরচ করার পরও তাঁর হতে সম্পদের কোন কমতি হয়নি! [বুখারী হা/৪৬৮৪; মুসলিম হা/২৩৫৬; রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)]

দানের মাধ্যমে যে আল্লাহ সম্পদ বাড়িয়ে দেন সে সম্পর্কে একটি ঘটনা হাদীসে এসেছে। সেটি হলোঃ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ " জনৈক ব্যক্তি মাঠে কাজ করছিল। এমন সময় সে মেঘের মধ্যে একটা শব্দ শুনতে পেল 'অমুকের বাগানে বর্ষণ কর'। অতঃপর মেঘটি সে দিকে যেতে লাগল এবং এক প্রস্তরময় স্থানে পানি বর্ষাল। দেখা গেল যে, সেখানকার একটি নালা সমস্ত পানি তার মধ্যে নিয়ে নিল। তখন ঐ ব্যক্তি মেঘটির অনুসরণে সেখানে পৌঁছে দেখলো যে, একজন ব্যক্তি তার বাগানে পানি সেঁচ দিচ্ছে। তখন সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নাম কি? সে বলল, আমার নাম অমুক। যে নাম সে মেঘের মধ্যে শুনেছিল। সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কেন আমার নাম জিজ্ঞেস করলে? সে বলল, যে মেঘের এই পানি সেই মেঘের মধ্য থেকে আমি একটি শব্দ শুনেছি, যেখানে তোমার নাম করে বলা হয়েছে যে, অমুকের বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ কর! অতএব (হে আল্লাহর বান্দা!) তুমি বল, পানি দিয়ে কি কাজ কর? সে বলল, যখন তুমি তা জিজ্ঞেস করলে তখন শোন, 'বাগানে যা ফল হয়, তা আমি তিন ভাগ করি।

এক ভাগ সদাকাহ করি, এক ভাগ আমি ও আমার পরিবার খাই এবং অপর ভাগ জমিতে বীজ হিসাবে লাগাই "।

(মুসলিম হা/২৯৮৪; মিশকাত হা/১৮৭৭; আহমাদ হা/৭৮৮১)

(৬) সদাকাহ আল্লাহর ক্রোধ নিভিয়ে দেয় । রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ-ِ

" সৎকর্ম সমূহ মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা করে "। গোপন সদাকাহ আল্লাহর ক্রোধকে নিভিয়ে দেয়। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে হায়াত বৃদ্ধি পায় "।

[ত্বাবারাণী কাবীর হা/৮০১৪, রাবী আবু উমামা বাহেলী (রাঃ); ছহীহুত তারগীব হা/৮৮৯]

(৭) সদাকাহ রোগ-ব্যধি দূর করে । রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

دَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَحَصِّنُوْا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَأَعِدُّوْا لِلْبَلاَءِ الدُّعَاء-َ

" তোমরা তোমাদের পীড়িতদের চিকিৎসা কর সদাকাহ'র মাধ্যমে, তোমরা তোমাদের সম্পদকে সুরক্ষিত কর যাকাত দানের মাধ্যমে এবং বালা-মুছীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা কর দু‘আর মাধ্যমে "।

[বায়হাক্বী ৩/৩৮২ পৃ., হা/৬৮৩২, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ); ছহীহুল জামে‘ হা/৩৩৫৮, সনদ হাসান]

বস্তুতঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি হাছিল ও তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচার মাধ্যম হলো সদাকাহ।

(৮) মানব কল্যাণের অন্যতম মাধ্যম সদাকাহ । একবার জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে সদাকাহ দিল। দেখা গেল যে, সে একজন ব্যভিচারিণী। লোকেরা এটা নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। আরেকজন ব্যক্তি অন্য একজনকে ছাদাক্বা দিল। কিন্তু দেখা গেল যে, সে একজন ধনী ব্যক্তি।

লোকেরা এটা নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। আরেকজন ব্যক্তি একজনকে ছাদাক্বা দিল। দেখা গেল যে, সে একটা চোর। লোকেরা এটা নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। তখন বিষয়টি রাসূল (ﷺ)- কে বলা হলো। জবাবে তিনি বললেনঃ

أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ، أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ-

‘তোমার সদাকাহ কবুল হয়ে গেছে। এ কারণে সদাকাহ গ্রহীতা ব্যভিচারিণী; হয়তোবা সে এর কারণে ব্যভিচার পরিত্যাগ করবে। অতঃপর ধনী ব্যক্তি; হয়তোবা সে এর মাধ্যমে উপদেশ হাছিল করবে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে। অতঃপর চোর; সে হয়ত এর ফলে চুরি পরিত্যাগ করবে’।

[বুখারী হা/১৪২১; মুসলিম হা/১০২২; মিশকাত হা/১৮৭৬, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)]

চুরি ও ব্যভিচার কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে অন্যতম। তবুও চোর ও ব্যভিচারীকে দেয়া সদাকাহ রাসূল (ছাঃ) অনুমোদন করেছেন শুধুমাত্র তাদেরকে কল্যাণের পথে আকৃষ্ট করার জন্য।

(৯) সদাকাহ দাতা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়াতলে থাকবে । রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ...وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ،

" সাত শ্রেণীর লোক যাদেরকে আল্লাহ ছায়া দিবেন নিজের ছায়ায়, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। সেই ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে, এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না, তার ডান হাত কি দান করল "।

[বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)]

,إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ-

" ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের ছায়া হবে তার সদাকাহ "। [আহমাদ হা/১৮০৭২, ছহীহ-আরনাঊত্ব; মিশকাত হা/১৯২৫, রাবী তাবেঈ মারছাদ বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ)]

(১০) সদাকাহের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায় । জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে ব্যবসার কথা বলেছেন, সেখানেও তিনি বলেছেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ- تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ، ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون-َ

" হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হ'তে মুক্তি দিবে?'। 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে, যদি তোমরা বুঝ "।

(সূরা ছফ, আয়াত: ১০-১১)

উক্ত আয়াতে মালের কথা আগে বলা হয়েছে, কারণ জিহাদে প্রথম মালের প্রয়োজন হয় (কুরতুবী)।

একইভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُم-ْ

" তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা "। [আবুদাউদ হা/২৫০৪; নাসাঈ হা/৩০৯৬; দারেমী হা/২৪৭৫; মিশকাত হা/৩৮২১, রাবী আনাস (রাঃ); ছহীহুল জামে' হা/৩০৯০] এখানেও মালের কথা আগে বলা হয়েছে। অতএব মুসলিম জীবনে কৃপণতার কোন অবকাশ নেই।

(১১) দানকারী জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহূত হবে । রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ،

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُم-ْ

" যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন বস্তুর একটি জোড়া দান করবে, উক্ত ব্যক্তি জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহূত হবে (যেমন মুছল্লী, মুজাহিদ, দানশীল ও ছায়েমদের দরজা)। তখন আবুবকর বললেন, সকল দরজা দিয়ে আহবানের প্রয়োজন নেই (একটি দরজাই যথেষ্ট)। তবে আসলে কি কেউ সকল দরজা দিয়ে আহূত হবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ -نَعَمْ، وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُم-

" হ্যাঁ। আর আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে "। [বুখারী হা/৩৬৬৬, মুসলিম হা/১০২৭; মিশকাত হা/১৮৯০ 'যাকাত' অধ্যায়-৬, 'দানের মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)] 'জোড়া' বলতে দুই দিরহাম, দুই দীনার বা জামা-পায়জামা, শাড়ি-লুঙ্গী ইত্যাদি যে কোন বস্তু দু'টি করে দান করা (মিরক্বাত)।

(১২) সদাকাই প্রকৃত পরকালীন সঞ্চয় । বিশুদ্ধ নিয়তে হালাল সম্পদ যতটুকু সদাকাহ করা হবে, ততটুকুই আমাদের পরকালীন পাথেয় হিসাবে সঞ্চিত থাকবে। তাই যার সদাকাহ যত বেশী, তার সঞ্চয় তত বেশী।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِىْ مَالِىْ، وَإِنَّ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ : مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاس-ِ

" বান্দা বলে আমার মাল, আমার মাল। অথচ তার মাল সমূহের মধ্যে তার জন্য মাল হলো মাত্র তিনটি : (ক) যা সে খায় ও শেষ করে। (খ) যা সে পরিধান করে ও জীর্ণ করে এবং (গ) যা সে সদাকাহ করে ও সঞ্চয় করে। এগুলো ব্যতীত বাকি সবই চলে যায় এবং লোকদের জন্য সে ছেড়ে যায় "।

[মুসলিম হা/২৯৫৯; মিশকাত হা/৫১৬৬ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)]

নবী করীম (ﷺ) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিজের সম্পদের চাইতে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদকে অধিক প্রিয় মনে করে? তারা সবাই জবাব দিলেন, হে

আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তার নিজের সম্পদকে সবচেয়ে অধিক প্রিয় মনে করে না।
তখন তিনি (ﷺ) বললেন,

فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ-

" নিশ্চয়ই মানুষের নিজের সম্পদ তা-ই, যা সে (আল্লাহর পথে ব্যয়ের মাধ্যমে) অগ্রিম পাঠায়। আর যা সে পিছনে ছেড়ে যাবে, তা তার ওয়ারিসদের মাল "।

[বুখারী হা/৬৪৪২; মিশকাত হা/৫১৬৮, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)]

তিনি আরো বলেনঃ

يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُه-ُ

" মাইয়েতের সাথে তিনজন যায়। তার মধ্যে দু’জন ফিরে আসে ও একজন থেকে যায়। মাইয়েতের সঙ্গে যায় তার পরিবার, তার মাল ও তার আমল। অতঃপর তার পরিবার ও মাল ফিরে আসে এবং আমল তার সাথে থেকে যায়"।

[বুখারী হা/৬৫১৪; মুসলিম হ/২৯৬০; মিশকাত হা/৫১৬৭, রাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ)]

(১৩) কৃপণ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত । রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ "কা‘বার রবের কসম! তারাই ক্ষতিগ্রস্ত "। রাবী বলেন, আমি বললাম: আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত হৌন! তারা কারা? রাসূল (ﷺ) বললেনঃ

هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً، إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَّمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَّا هُم-ْ

" যাদের ধন-সম্পদ বেশী তারা'। কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ করে, এরূপ করে ও এরূপ করে (অর্থাৎ) সামনের দিকে, পিছন দিকে, ডান দিকে ও বাম দিকে (সর্বদা দান করে)। তবে এরূপ লোক খুবই কম "। [মুসলিম হা/৯৯০; মিশকাত হা/১৮৬৮, রাবী আবু যার গিফারী (রাঃ)]

অন্যত্র তিনি বলেনঃ

فَوَاللهِ لاَ الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُم-ْ

" আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সম্পর্কে দরিদ্রতার ভয় করি না; কিন্তু আমি ভয় করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে যেমন প্রশস্ত করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। আর তোমরা তা লাভ করার জন্য ঐরূপ প্রতিযোগিতা করবে যেরূপ তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। ফলে তা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে যেরূপ তাদেরকে ধ্বংস করেছিল "।

[বুখারী হা/৬৪২৫; মুসলিম হা/২৯৬১; মিশকাত হা/৫১৬৩ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, রাবী আমর বিন 'আওফ (রাঃ)]

কৃপণ ব্যক্তিকে মন্দ লোক অভিহিত করে অপর এক হাদীছে রাসূল (ﷺ) বলেনঃ

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلاً؟ قِيلَ : نَعَمْ، قَالَ الَّذِي يُسْأَلُ بِاللهِ وَلاَ يُعْطِي بِه-ِ

" আমি কি তোমাদের সর্বাপেক্ষা মন্দস্তরের ব্যক্তি সম্পর্কে বলব না? বলা হলো, হ্যাঁ বলুন। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহর নামে কিছু চাওয়া হয়, অথচ সে তাঁর নামে কিছু দেয় না "। (আহমাদ হা/২৯২০, হাদীছ ছহীহ-আরনাঊত্ব; মিশকাত হা/১৮৮১।)

সুতরাং আমাদের আমলের মধ্যে অবশ্যই দান-সদাকাহ'র পরিমাণ বেশী হওয়া উচিত।

□ সদাকাহ কবুলের শর্তঃ-

(১) রিয়া ও ত্রুটিমুক্ত হওয়াঃ দান-সদাকাহ একটি মহৎ ইবাদত। কিন্তু শয়তানী প্ররোচনায় বহু মানুষ লোক দেখানো দান-সদাকাহ করে থাকে। আর কোন ব্যক্তি যে আমলই করুক না কেন, তার উদ্দেশ্য হতে হবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন ইবাদতের সওয়াব লাভ করা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ رِئَـآءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ، وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْناً فَسَآءَ قِرِيْنا-ً

" আর যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহর প্রতি ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। বস্তুতঃ শয়তান যার সঙ্গী হয়েছে, সে নিকৃষ্ট সঙ্গীই বটে "!

(সূরা নিসা, আয়াত: ৩৮)।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِى يُرَائِى اللهُ بِه-ِ

" যে ব্যক্তি খ্যাতি অর্জনের জন্য কোন কাজ করে, আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কোন কাজ করে, আল্লাহ তার সাথে লোক দেখানোর আচরণ করবেন "।

[বুখারী হা/৬৪৯৯; মুসলিম হা/২৯৮৬; মিশকাত হা/৫৩১৬, রাবী জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ " ক্বিয়ামতের দিন (রিয়াকারীদের মধ্যে) প্রথমে যে ব্যক্তির বিচার হবে, সে হবে শহীদ। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো আলেম।আর তৃতীয় ব্যক্তি হবে সম্পদশালী ব্যক্তি। আল্লাহ যার রিযিক প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন এবং তাকে দান করেছিলেন সব ধরনের সম্পদ। তাকে

আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে দেওয়া তাঁর নেয়ামত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তা স্বীকার করবে। অতঃপর তিনি তাকে বলবেন, তুমি এসবের বিনিময়ে কি করেছো ? সে বলবে, আপনি খুশী হবেন এমন কোন রাস্তায় দান করতে আমি বাকি রাখিনি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ! বরং তুমি এ উদ্দেশ্যে দান করেছিলে যাতে বলা হয় যে, তুমি একজন ‘দানবীর’। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার বিষয়ে আদেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে "। (আস্তাগফিরুল্লাহ)

[মুসলিম হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২০৫ ‘ইলম’ অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)]

(২) খোঁটা না দেওয়াঃ দুনিয়াবী কোন প্রতিদানের আশা ছাড়াই নিঃশর্তভাবে দান করতে হয়। দান করে খোঁটা দেওয়া একটি গর্হিত কাজ। খোটা তারাই দেয় যারা দুনিয়াবী কল্যাণ কামনা করে। যারা নিঃশর্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরকালীন মুক্তির আশায় দান করে তারা কখনো খোঁটা দেয়ার মত অন্যায় আচরণ করে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِين-َ

" হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা খোটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানগুলিকে বিনষ্ট করো না। সেই ব্যক্তির মত, যে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য এবং সে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না। ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ প্রস্তরখন্ডের মত, যার উপরে কিছু মাটি জমে ছিল। অতঃপর সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হ’ল ও তাকে ধুয়ে ছাফ করে রেখে গেল। এভাবে তারা যা কিছু উপার্জন করে, সেখান থেকে কোনোই সুফল তারা পায় না। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না "।

(সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৬৪)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِى لاَ يُعْطِى شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَه--ُ

" তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয়, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করে এবং যে ব্যক্তি পায়ের গিঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে "।

[মুসলিম হা/১০৬; নাসাঈ হা/৫৩৩৩, রাবী আবু যার গিফারী (রাঃ)]

□ কোন সময়ের সদাকাহ উত্তম?

সাধারণত যেকোন সময় সদাকাহ করা যায়। তবে সদাকাহ'র একটি উত্তম সময় আছে।

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন সদাকাহ সওয়াবের দিক দিয়ে উত্তম? তিনি (ﷺ) বললেনঃ

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلاَ تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ : لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ-ٍ

" যখন তুমি সুস্থ থাক, মালের প্রতি লোভ কর, দরিদ্রতার ভয় কর এবং ধনী হওয়ার আশা রাখ, সে সময়ের দান। সুতরাং প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া পর্যন্ত তুমি দান করতে বিলম্ব কারো না। যখন তুমি বলবে যে, এ মাল অমুকের জন্য, আর এ মাল অমুকের জন্য। অথচ তখন মাল অমুকের হয়ে গেছে "।

[বুখারী হা/১৪১৯; মুসলিম হা/১০৩২; মিশকাত হা/১৮৬৭, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)]

সুস্থতা মানুষকে আত্মভোলা করে। মালের প্রতি লোভ ব্যক্তিকে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে উদ্বুদ্ধ করে। দরিদ্রতার ভয় ব্যক্তির কার্পণ্য সত্ত্বাকে জাগ্রত করে। আর ধনী হওয়ার প্রবণতা ব্যক্তিকে

আয়েশী ও দুনিয়ামুখী বানায়। সেকারণে উক্ত হাদীছে বর্ণিত অবস্থাগুলোতে বেশি বেশি দানের প্রতি তাগিদ দেয়া হয়েছে।

□ রমাদ্বন মাসে সদাকাহঃ-

যাকাত ও সদাকাহ আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে রমাদ্বন মাস। কেননা এ মাসে রয়েছে বহুবিধ ফজিলত। এটি বরকতপূর্ণ এক মহিমান্বিত মাস।

এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রামাদ্বন মাসে বেশি বেশি সদাকাহ করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِىْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُوْلُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ-

" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীল। বিশেষ করে রামাদ্বন মাসে তাঁর দানশীলতা আরও বেড়ে যেত, যখন জিব্রাঈল (আ.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর জিব্রাঈল (আ.) রামাদ্বনের প্রতি রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং কুরআন শেখাতেন। জিব্রাঈল (আ.) যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তাঁর দানশীলতা প্রবাহিত বায়ুর চাইতেও বেশী হত "।

[বুখারী হা/১৯০২; মুসলিম হা/২৩০৮; মিশকাত হা/২০৯৮, রাবী আব্দুল্লাহ বিন আববাস (রাঃ)]

অপর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لاَّ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ-

" যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণও থাকে, তবে আমি তখনই সমুতষ্ট হব, যখন তিন দিন অতিবাহিত না হতেই তা (আল্লাহ সন্তুষ্টির পথে) নিঃশেষ হয়ে যায়; তার সামান্য

পরিমাণ ব্যতীত যা আমি আমার ঋণ পরিশোধের জন্য রাখি "। [বুখারী হা/২৩৮৯; মিশকাত হা/১৮৫৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)]

এক. সাদাকা খায়রাত এর হাত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ হাত:

ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেন,

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। উপরের হাত দাতার, আর নীচের হাত হলো ভিক্ষুকের।

(বুখারী হাদিস ১৪২৯)

এক. সাদাকা খায়রাত এর হাত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ হাত:

ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেন,

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। উপরের হাত দাতার, আর নীচের হাত হলো ভিক্ষুকের।

(বুখারী হাদিস ১৪২৯)

২. আল্লাহ তা'আলার পথে সদাকাহ-খয়রাত করলে তা বহুগুণে পাওয়া যায়ঃ-

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ(٢٤٥)

" তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম পন্থায় ঋণ দিবে, তথা আল্লাহ তা'আলার পথে সদাকাহ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে তা বহুগুণে বাড়িয়ে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলাই কাউকে আর্থিকভাবে সচ্ছল ও অসচ্ছল করেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে "।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ২৪৫)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ(٢٦١) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْن(٢٦٢)

" যারা আল্লাহ তা'আলার পথে নিজেদের ধন-সম্পদগুলো ব্যয় করে তাদের উপমা এমন যেমন একটি শস্য দানা। যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে সাতটি শীষ। প্রত্যেক শীষে রয়েছে একশত শস্য। আর আল্লাহ তা'আলা যার জন্য ইচ্ছে করেন তাকে আরও বাড়িয়ে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন মহান দাতা ও মহাজ্ঞানী। যারা আল্লাহ তা'আলার পথে নিজেদের ধন-সম্পদগুলো ব্যয় করে এবং সে অন্য কাউকে খোঁটা দেয় না এবং কোনরূপ কষ্টও দেয় না। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার। বস্তুতঃ তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা কখনও চিন্তাগ্রস্তও হবে না "।

(সূরা বারাকা, আয়াত: ২৬১-২৬২)

তিনি আরও বলেনঃ

اِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْم(١٧) ۙ

" তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলাকে উত্তমভাবে ঋণ দান করো তথা তাঁর পথে সদাকা-খয়রাত করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তা বহু গুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা অতি গুণগ্রাহী, মহা সহনশীল "।

(সূরা তাগ্বাবুন, আয়াত: ১৭)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ(١٨)

" নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী এবং যারা আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দান করে, তাদেরকে দেওয়া হবে বহু গুণ বেশি সওয়াব এবং তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত সম্মানজনক মহা পুরষ্কার "।

(সূরা হাদীদ, আয়াত: ১৮)

তিনি আরও বলেনঃ

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ(٢٧٦)

" আল্লাহ তা'আলা সুদের বরকত উঠিয়ে নেন এবং দান-সদাকাকে বর্ধিত করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা অতি কৃতঘ্ন তথা কাফির পাপাচারীদেরকে ভালোবাসেন না "।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭৬)

কোন সদাকায় সাতটি গুণ পাওয়া গেলে তা বহুগুণে বেড়ে যায়। যা নিম্নরূপঃ

ক. সদাকাহ হালাল হওয়া।
খ. নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সদাকাহ করা।
গ. দ্রুত সদাকাহ করা।
ঘ. পছন্দনীয় বস্তু সদাকাহ করা।
ঙ. সদাকাহ নিয়ে তুলনা না দেওয়া।
চ. সদাকাহ গ্রহিতাকে কোনভাবে কষ্ট না দেওয়া।

আবু হুরায়রহ্ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

" যে ব্যক্তি হালাল রোজগার থেকে একটি খেজুর সমপরিমাণ সদাকাহ করবে (আর আল্লাহ তা'আলা তো একমাত্র হালাল বস্তুই গ্রহণ করে থাকেন) আল্লাহ তা'আলা তা ডান হাতে গ্রহণ করবেন। অতঃপর তা তার কল্যাণেই বর্ধিত করবেন যেমনিভাবে তোমাদের কেউ একটি ঘোড়ার বাচ্চাকে সুন্দরভাবে লালন-পালন করে বর্ধিত করে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা পরিশেষে সে খেজুর সমপরিমাণ বস্তুটিকে একটি পাহাড় সমপরিমাণ বানিয়ে দেন "।

(বুখারী, হাদিস:১৪১০)

৩. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সদাকাহ-খয়রাত করলে তা কখনোই বৃথা যায় নাঃ-

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّؕ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْر(٢٦٥)

" আর যারা পরকালের প্রতিদানে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই তাঁর পথে দান করে তাদের উপমা যেমন উঁচু জমিনে অবস্থিত একটি উদ্যান। তাতে উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হলে দ্বিগুণ ফসল জন্মায়। আর যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে, তবে শিশিরই সে জমিনের জন্য যথেষ্ট। আর তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ তা'আলা তা সবকিছুই অতি উত্তমরূপে দেখেন "।

(সূরা বাকারা,আয়াত: ২৬৫)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ

)وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللهِؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ(

" তোমরা যে ধন-সম্পদগুলো আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করো তা তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণার্থে হয়ে থাকে। তবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্যে

নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করো না। আর তোমরা যে সম্পদই ব্যয় করবে, তোমাদেরকে তা পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও জুলুম করা হবে না "।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭২)

তিনি আরও বলেনঃ

وَلَا يُنۡفِقُوۡنَ نَفَقَةً صَغِيۡرَةً وَّلَا كَبِيۡرَةً وَّلَا يَقۡطَعُوۡنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمۡ لِيَجۡزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحۡسَنَ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡن(١٢١) َ

" তেমনিভাবে তারা ছোট-বড় যা কিছুই (আল্লাহ তা'আলার পথে) ব্যয় করুন না কেন এবং যে প্রান্তরই তারা অতিক্রম করুক না কেন, তা সবই (তাদের আমলনামায় পুণ্য হিসেবে) লেখা হবে, যাতে আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সমূহের অতি উত্তম বিনিময় দিতে পারেন "।

(সূরা তাওবাহ্, আয়াত: ১২১)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ

)وَمَاۤ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ شَىۡءٍ فَهُوَ يُخۡلِفُهٗ‌ ۚ وَهُوَ خَيۡرُ الرّٰزِقِيۡن(َ

" তোমরা যা কিছু দান করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিদান অবশ্যই দিবেন। তিনি তো হলেন উত্তম রিজিকদাতা "।

(সূরা সাবা, আয়াত: ৩৯)

আবু হুরায়রাহ্ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ
" আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেনঃ তুমি দান করো, আমিও তোমাকে দান করবো "।

আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ " নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনো কিছু আমানত রাখা হলে তিনি তা হেফাজত করেন "।
অনেকেই এমন আছেন যারা একটি টাকা সদাকাহ করতে এক হাজার বার ভাবেন, এ টাকা কি কাজে লাগবে? এ টাকা কোথায় যাবে? এ লোকটির উপর কি আস্থা রাখা যায়? মনে হয় সে টাকা মেরে দিবে! ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সদাকাহ করছেন। আপনি শুধু এতটুকু দেখবেন, যদি লোকটি নিজের জন্যই আপনার কাছে সদাকাহ চেয়ে থাকে, তাহলে লোকটি ব্যক্তিগত ভাবে সদাকাহ খাওয়ার উপযুক্ত কি না? এই বিষয়টি তার বাহ্যিক রুপ চলাফেরা দেখলেই সাধারণত বুঝা যায়। তবে এজন্য বেশি খোঁজ-খবরদারির প্রয়োজন নেই। এতে সদাকাহের সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

একদা দু'ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বিদায়ী হজ্জে তাঁর নিকট সদাকাহ প্রার্থনা করে। তখন তিনি মানুষদের নিকট সদাকাহ বন্টন করছিলেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার নিজ চক্ষু নিম্নগামী করে নেন। তাদেরকে সুস্থ সুঠাম ও শক্তিশালীই মনে হচ্ছিল। তখন রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ
" যদি তোমরা চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে সদাকাহ দিতে পারি। তবে মনে রাখবে, কোন ধনী ও শক্তিশালী কর্মক্ষম ব্যক্তি সদাকাহ খেতে পারে না তথা সদাকায় তার কোনো অধিকার নেই "।

আর যদি লোকটি নিজের জন্য সদাকাহ না চেয়ে বরং তিনি কোন ধর্মীয় কাজের জন্য সদাকাহ চান, তখন আপনার দেখার বিষয় হবে, লোকটি কি নিজের কাজটি করতে যাচ্ছেন নাকি অন্য কোনো ব্যক্তি। যদি তিনি নিজেই কাজটি করতে যাচ্ছেন বলে দাবি করেন তাহলে দেখবেন, লোকটি কি উক্ত কাজ করার উপযুক্ততা রাখেন কিনা? যদি তিনি উক্ত কাজটি সম্পাদনা করার উপযুক্ততা রাখেন এবং এ সম্পর্কে তার পূর্ণ অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে আপনার ধারণা হয়, তাহলে তার দিকে সহযোগিতার হাত যথাসাধ্য বাড়াবেন। আর যদি তিনি অথবা তিনি যার প্রতিনিধি কেউই উক্ত কাজের পূর্ণ অভিজ্ঞতা রাখেন না। কিন্তু কাজটি উক্ত সমাজে সম্পাদিত হওয়া খুবই প্রয়োজন তা হলে আপনার কাজ হবে তাকে সহযোগিতা না করে, এ কাজের জন্য যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে বের করে তার হাতে উক্ত কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে তার যথাসাধ্য সহযোগিতা করা। উপরন্তু তিনি সদাকাহগুলো কাজে লাগাবেন কি না এ জাতীয় চিন্তা অমূলক। কারণ, এ জাতীয়

চিন্তা করা মানে কাজটি না করার চেষ্টা করা। তবে লোকটির অর্থ আত্মসাতের পূর্ব রেকর্ড থাকে তা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে এবং তার বিকল্প খুঁজতে হবে।

এতটুকু বিশ্বাসের উপর যদি আপনি কাউকে সদাকাহ বা কোনো সহযোগিতা করেন।। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি সদাকাহের বা উক্ত কাজের জন্য অনুপযুক্ত বলে প্রমাণিত হলেন কিংবা তার আত্মসাতের কারণে উক্ত কাজটি সংঘটিত হলো না, তাহলে আপনার দান-সদাকাহ এতটুকুও বৃথা যাবে না। বরং আপনি তার বিনিময় আল্লাহ তা'আলার নিকট পূর্ণভাবেই পেয়ে যাবেন।

আবু হুরায়রাহ্ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

" জনৈক ব্যক্তি মনে মনে বললোঃ আজ রাতে আমি সদাকাহ দিবো। যখন রাত হলো তখন সে সদাকাহ নিয়ে বের হয়ে গেলো এবং জনৈকা ব্যভিচারিণীকে তা দিয়ে দিলো। সকাল বেলায় লোকেরা বলতে শুরু করলোঃ আজ রাতে জনৈকা ব্যভিচারিণীকে সদাকাহ দেওয়া হয়েছে। তখন সে বললোঃ হে আল্লাহ্, সকল প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। আমার সদাকাহ তো পড়ে গেলো এক ব্যভিচারিণীর হাতে। আমি আবারও সদাকাহ দিবো। যখন রাত হলো তখন সে আবারও সদাকাহ নিয়ে বের হলো এবং জনৈক ধনী ব্যক্তিকে তা দিয়ে দিলো। সকাল বেলায় লোকেরা বলতে শুরু করলোঃ আজ রাতে জনৈক ধনী ব্যক্তিকে সদাকাহ দেওয়া হয়েছে। তখন সে বললোঃ হে আল্লাহ্, সকল প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। আমার সদাকাহ তো পড়ে গেলো এক ধনীর হাতে। আমি আবারও সদাকাহ দিবো। যখন রাত হলো তখন সে আবারও সদাকাহ নিয়ে বের হলো এবং জনৈক চোরকে তা দিয়ে দিলো। সকাল বেলায় লোকেরা বলতে শুরু করলোঃ আজ রাতে জনৈক চোরকে সদাকাহ দেওয়া হয়েছে। তখন সে বললোঃ হে আল্লাহ্, সকল প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। আমার সদাকাহ তো পড়ে গেলো জনৈকা ব্যভিচারিনী, জনৈক ধনী, জনৈক চোরের হাতে। তখন তাকে স্বপ্নে বলা হলোঃ তোমার সকল সদাকাহই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। হয়তো বা তোমার সদাকাহের কারণে ব্যভিচারিণট ব্যভিচার ছেড়ে দিবে, ধনী ব্যক্তিটি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সে নিজেও সদাকাহ দেওয়া শুরু করবে এবং চোরটিও চুরি করা ছেড়ে দিবে "।

(বুখারী, হাদিস ১৪২১; মুসলিম, হাদিস ১০২২)

৪. সর্বদা সদাকাহ-খয়রাত আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন এক ব্যবসা যার কোনো ক্ষয়-ক্ষতি নেইঃ-

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۙ (٢٩) لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْر(٣٠)

" নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তা'আলার কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁরই পথে) ব্যয় করে, বস্তুতঃ তারাই আশা করছে এমন এক ব্যবসার যার কোন ক্ষয়-ক্ষতি নেই। যেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজ কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দিতে পারেন। এমনকি তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশি করে দিবেন। তিনি তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল সুকৃতজ্ঞ "।

(সূরা ফাত্বির, আয়াত: ২৯-৩০)

৫. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার পথে সর্বদা সদাকাহ-খয়রাতকারীর কোনো ভয়-ভীতি থাকবে নাঃ-

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْن(٢٧٤)

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদগুলো আল্লাহ তা'আলার পথেই রাত-দিন প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে দান করবে তাদের প্রতিদান সমূহ তাদের প্রতিপালকের নিকটই রক্ষিত থাকবে। কিয়ামতের দিন তাদের কোনো ভয়-ভীতি থাকবে না এবং তারা কখনো চিন্তাগ্রস্তও হবে না "।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭৪)

৬. আল্লাহ তা'আলার পথে নিজের পছন্দনীয় বস্তু সদাকাহ করা মানে সমূহ কল্যাণের নাগাল পাওয়াঃ-

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ(۹۲)

" তোমরা কখনোই কল্যাণের নাগাল পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের পছন্দনীয় বস্তু হতে (আল্লাহর জন্য) সদাকাহ করবে। তোমরা যা-কিছুই আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় কর, সে সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত আছেন "।

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯২)

৭. শুধু সদাকাহ করার মধ্যেই নয় বরং কাউকে সদাকাহ দেওয়ার আদেশের মধ্যেও মহা কল্যাণ ও উত্তম প্রতিদান রয়েছেঃ-

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَا خَیْرَ فِیْ كَثِیْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَیْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ یَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیْهِ اَجْرًا عَظِیْمًا(۱۱٤)

" তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে যে ব্যক্তি সদকা-খয়রাত, সৎ কাজ ও মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় তাতে অবশ্যই কল্যাণ রয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এরূপ করবে, তাকে আমি অচিরেই মহা প্রতিদান দেব "।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১১৪)

৮. আল্লাহ তা'আলার পথে সর্বদা সদাকাহ-খয়রাত তাঁর ক্ষমা ও জান্নাত পাওয়ার একটি বিরাট মাধ্যম এবং তা একজন আল্লাহভীরুর বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ-

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۙ (١٣٣) الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ (١٣٤)

" তোমার নিজ প্রভুর ক্ষমা ও জান্নাতের প্রতি দ্রুত ধাবিত হও। যার বিস্তৃত নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ। যা তৈরি করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছলতায় আল্লাহ তা'আলার পথে দান করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন "।

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত: **১৩৩-১৩৪**)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ (١٥) اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ؕ (١٦) كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ (١٧) وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ (١٨) وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ (١٩)

" সেদিন মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে। তাদের প্রতিপালক তাদের যা কিছু দিবেন, তারা সেখানে উপভোগ করবে। কারণ তারা ছিলেন ইতিপূর্বে দুনিয়ার বুকে সৎকর্মপরায়ণ। তাঁরা রাত্রী বেলায় কম ঘুমাতো এবং শেষ রাতে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো। তাদের সম্পদে রয়েছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার "।

(সূরা যারিয়াত, আয়াত: **১৫-১৯**)

৯. যাঁরা আল্লাহ তা'আলার পথে সর্বদা দান-খয়রাত করেন তারা প্রকৃত ইমানদারঃ-

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (٢) الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٣) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْم (٤)

" সত্যিকারের মু'মিন তারাই যাদের সামনে আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ করা হলে তাদের অন্তরগুলো কেঁপে উঠে, তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করা হলে তাদের ইমান আরও বেড়ে যায়, উপরন্তু তারা সর্বদা তাদের নিজ প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল থাকে। যারা সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ তা'আলার দেওয়া সম্পদ থেকে তাঁর পথে ব্যয় করে। তারাই হচ্ছে প্রকৃত ইমানদার। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা "।

(সূরা আনফাল, আয়াত: ২-৪)

১০. আল্লাহ তা'আলার পথে সর্বদা সদাকাহ-খয়রাত দানকারীকে সকল প্রকারের গুনাহ ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করেঃ-

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١٠٣) اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (١٠٤)

" (হে নবী), আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদাকা-খয়রাত নিয়ে তাদেরকে পাক ও পবিত্র করুন এবং তাদের জন্য দু'আ করুন। নিশ্চয়ই আপনার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক। আল্লাহ তা'আলা তো সবই শুনেন এবং সবই জানেন। তারা কি এ ব্যাপারে অবগত নয় যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাদের সদাকাহ-খয়রাত গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাওবা কবুলকারী অতীব দয়ালু "।

(সূরা তাওবাহ, আয়াত: ১০৩-১০৪)

জাবির রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রসুলুল্লাহ (ﷺ) কা'ব বিন উজরাহ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু-কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

" সদাকাহ-খয়রাত এমন ভাবে গুনাহ সমুহকে মুছিয়ে দেয়, যেমন করে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয় "।

(আহমাদ্ ৩/৩২১(৩৯৯)

১১. আল্লাহ তা'আলার পথে সর্বদা সদাকাহ খয়রাত সদাকাহকারীর সঠিক বিচার-বুদ্ধির পরিচয় বহন করেঃ-

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْکَ مِنْ رَّبِّکَ الْحَقُّ کَمَنْ ہُوَ اَعْمٰیؕ اِنَّمَا يَتَذَکَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِۙ
(١٩) الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَہْدِ اللهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَۙ (٢٠) وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللهُ بِہٖٓ اَنْ
يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّہُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِؕ (٢١) وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْہِ رَبِّہِمْ وَاَقَامُوا
الصَّلٰوۃَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰہُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَۃً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَۃِ السَّيِّئَۃَ اُولٰٓئِکَ لَہُمْ عُقْبَی الدَّارِۙ (٢٢)
جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَہَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِہِمْ وَاَزْوَاجِہِمْ وَذُرِّيّٰتِہِمْ وَالْمَلٰٓئِکَۃُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْہِمْ مِّنْ کُلِّ
بَابٍۚ (٢٣) سَلٰمٌ عَلَيْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّار(٢٤)ؕ

" যে ব্যক্তি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা সত্য, সে কি ওই ব্যক্তির মত হতে পারে, যে অন্ধ? বস্তুতঃ সত্যিকার বিবেকবানরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। (অর্থাৎ) সেই সকল লোক, যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত সম্পর্ক বজায় বজায় রাখে এবং তাঁকে ভয় করে। আরও ভয় ভয় পায় কিয়ামতের কঠিন হিসাবকে। এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে ধৈর্য ধারণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে অকাতরে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে। তাদের জন্যই রয়েছে শুভ পরিণাম স্থায়ী জান্নাত। যাতে তারা প্রবেশ করবে

এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা হাজির হবেন তাদের সম্মানার্থে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। তারা বলবে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কারণ তোমরা (দুনিয়াতে) ধৈর্যধারণ করেছিলে। কতই না চমৎকার এ শুভ পরিণাম "।

(সূরা আর রা'দ, আয়াত: ১৯-২৪)

১২. যাঁরা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন সৎকাজ করবে তা সদাকাহ হিসেবে গন্য হবেঃ-

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ(١٦٠)

" যে ব্যক্তি কোনও পুণ্য নিয়ে আসবে, তার জন্য অনুরূপ তার দশগুণ (সওয়াব) রয়েছে। আর যে ব্যক্তি কোনও অসৎকর্ম নিয়ে আসবে, তাকে কেবল সেই পাপের সমপরিমাণ প্রতিফল দেওয়া হবে। আর তাদের কারোর প্রতি কোনও জুলুম করা হবে না "।

(সূরা আনআম, আয়াত: ১৬০)

আবু যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

" তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য সাদাকাহস্বরূপ। তোমার সৎকাজের আদেশ এবং তোমার অসৎকাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ তোমার জন্য সাদকাহস্বরূপ। পথহারা লোককে পথের সন্ধান দেয়া তোমার জন্য সাদকাহস্বরূপ, স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন লোককে সঠিক দৃষ্টি দেয়া তোমার জন্য সাদকাহস্বরূপ। পথ হতে পাথর, কাটা ও হাড় সরানো তোমার জন্য সাদকাহস্বরূপ। তোমার বালতি দিয়ে পানি তুলে তোমার ভাইয়ের বালতিতে ঢেলে দেয়া তোমার জন্য সাদকাহস্বরূপ "।

(সুনানে আত-তিরমিজী হাদিস, ১৯৫৬)

অন্য একটি হাদিসে এসেছে_

আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

" প্রতিটি মুসলিমেরই সদাকাহ করা দরকার। উপস্থিত লোকজন বললঃ যদি সে সদাকাহ করার মত কিছু না পায়? তিনি বললেনঃ তাহলে সে নিজের হাতে কাজ করবে। এতে সে নিজেও উপকৃত হবে এবং সদাকাহ করবে। তারা বললঃ যদি সে সক্ষম না হয় অথবা বলেছেনঃ যদি সে না করে? তিনি বললেনঃ তাহলে সে যেন বিপন্ন মাজলুমের সাহায্য করে। লোকেরা বললঃ সে যদি তা না করে? তিনি বললেনঃ তা হলে সে সৎ কাজের আদেশ করবে, অথবা বলেছেন, সাওয়াবের কাজের নির্দেশ করবে। তারা বললঃ তাও যদি সে না করে? তিনি বললেনঃ তা হলে সে খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, এটাই তার জন্য সদাকাহহ হবে ”।

(সহীহ বুখারী হাদিস, ৬০২২)

১৩. যাঁরা আল্লাহ তা'আলার পথে সর্বদা সদাকাহ-খয়রাত করেন সত্যিকারার্থে তাঁরাই কুরআনুল কারীম ও আল্লহ তা'আলার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসীঃ-

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اِنَّمَا يُؤۡمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيۡنَ اِذَا ذُكِّرُوۡا بِهَا خَرُّوۡا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوۡا بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ۩ (١٥)
تَتَجَافٰى جُنُوۡبُهُمۡ عَنِ الۡمَضَاجِعِ يَدۡعُوۡنَ رَبَّهُمۡ خَوۡفًا وَّطَمَعًا ۫ وَّمِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَ(١٦)

" শুধুমাত্র তারাই আমার আয়াত ও নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে যাদেরকে এ ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। তারা (রাত্রিবেলা) আরামের শয্যা ত্যাগ করে এবং তারা নিজ প্রতিপালককে ভয় ও আশার সাথে ডাকে। আর আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে সদাকাহ-খয়রাত) ব্যয় করে "।

(সূরা আস সিজদাহ্, আয়াত: ১৫-১৬)

১৪. যাঁরা আল্লাহ তা'আলার পথে সদাকাহ-খয়রাত করেন তাঁরা সত্যিকারার্থেই বিনয়ীঃ-

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۙ (٣٤) الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ(٣٥)(۝

" (হে নবী) আপনি সুসংবাদ দিন বিনীতদেরকে। যাদের সামনে আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে, যারা যেকোন বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে ও যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে "।

(সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৩৪-৩৫)

১৫. যারা সর্বদা সদাকাহ-খয়রাত পূন্য তথা জান্নাতের পথ এবং কার্পণ্য অনিষ্ট তথা জাহান্নামের পথকে সহজ করে দেয়ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۙ(٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۙ (٦) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ؕ (٧) وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۙ (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۙ (٩) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى(١٠) ؕ

" সুতরাং যে দান করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আর উত্তমকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে, অচিরেই আমি তার জন্য পূন্য তথা জান্নাতের পথে চলা সহজ করে দেবো । প্রক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কার্পণ্য করেছে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে এবং আর উত্তমকে মিথ্যা বলে মনে করেছে অচিরেই আমি তার জন্য কঠিন পরিণাম তথা জাহান্নামের পথকে সহজ করে দেবো "।

(সূরা লাইল, আয়াত: ৫-১০)

১৬. কার্পণ্যতাকে ঝেড়ে-মুছে সর্বদা সদাকাহ-খয়রাত করতে থাকা সফলতারই সোপানঃ-

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٌۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٌ)(١٥) فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرًا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ(١٦)

" তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে মহা প্রতিদান। অতএব, তোমরা যতটা সম্ভব আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাঁর কথা শুনো এবং তাঁর আনুগত্য করো। তোমাদের নিজেদের কল্যাণে (আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে) সদাকাহ-খয়রাত করো। বস্তুতঃ যারা নিজেদের অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম "।

□ সদাকাহ দেওয়ার কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রঃ -

১. জনকল্যাণে পাড়ায় পাড়ায় পানি সরবরাহের জন্য পুকুর বা নলকূপ খনন করাঃ-

সা'দ ইবনে মুআয রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু একদা নবী করীম (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ " কোন সাদাকাহ আপনার নিকট অধিক পছন্দনীয়? রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ " জনকল্যাণে পানি সরবরাহ করা "।

(আবু দাউদ হাদিস, ১৬৭৯)

সদাকায় পানি দানের গুরুত্ব বুঝাতে রসুলুল্লাহ (ﷺ) একটি হাদিসে বলেছেনঃ

" সবচেয়ে উত্তম সদাকাহ হলো মানুষেকে পানি পান করানো "।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, সা'দ ইবনে মুআয রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু একদা নবী করীম (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ " হে আল্লাহর রাসুল (ﷺ), সা'দের মা তথা আমার মা তো মরে গেলো। অতএব তার জন্য কোন সদাকাহ করলে বেশি ভালো হবে? রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ " জনকল্যাণে পানি সরবরাহ করা "।
তখন সা'দ (রাঃ) একটি কূপ খনন করলেন, এটি সা'দের মায়ের জন্য "।

(আবু দাউদ হাদিস, ১৬৮১)

২. কাউকে কোন দুধেল পশু ধার দেওয়াঃ-

আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاَهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلاَ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ . َ

" চল্লিশটি বৈশিষ্টপূর্ণ কাজের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে (দুধ পানের জন্য) কাউকে দুগ্ধবতী বকরী দান করা। যে ব্যক্তি নেকীর আশায় এবং অঙ্গীকারের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে এ চল্লিশটি কাজের যে কোনো একটি করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তবে তার মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে কোন দুধের ছাগী কাওকে ধার দেয়া "।

(আবু দাউদ হাদিস, ১৬৮৩)

৩. কোন ঋণগ্রস্তকে তার ঋণ পরিশোধে সহযোগিতা করার জন্য যথাসাধ্য সদাকাহ দেওয়াঃ-

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ " এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ফল কিনে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে অনেক ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন (লোকদের) বললেনঃ

دَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِغُرَمَائِهِ " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِك .َ

" একে তোমরা দান-খায়রাত কর। লোকেরা তাকে দান-খয়রাত করল, কিন্তু তা ঋণ পরিশোধের সমপরিমাণ হল না। তারপর ঋণগ্রস্ত লোকের পাওনাদারদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এখন যা পাচ্ছ নিয়ে নাও, (আপাতত) এরচেয়ে বেশি আর পাবে না "।

(তিরমিজি হাদিস, ৬৫৫)

৪. সুযোগ পেলেই কাউকে খানা খাওয়ানোঃ-

আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল বান্দাদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

يُوۡفُوۡنَ بِالنَّذۡرِ وَيَخَافُوۡنَ يَوۡمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسۡتَطِيۡرًا (٧) وَيُطۡعِمُوۡنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسۡكِيۡنًا وَّيَتِيۡمًا وَّاَسِيۡرًا(٨) اِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ اللّٰهِ لَا نُرِيۡدُ مِنۡكُمۡ جَزَآءً وَّلَا شُكُوۡرًا(٩) اِنَّا نَخَافُ مِنۡ رَّبِّنَا يَوۡمًا عَبُوۡسًا قَمۡطَرِيۡرًا (١٠) فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الۡيَوۡمِ وَلَقّٰهُمۡ نَضۡرَةً وَّسُرُوۡرًا ۚ (١١) وَجَزٰىهُمۡ بِمَا صَبَرُوۡا جَنَّةً وَّحَرِيۡرًا (١٢) ۙ

" তারা ওইসব লোক, যারা কর্তব্য পালন করে এবং অন্তরে সেই দিনের ভয় রাখে, যার অনিষ্ট চারদিকে বিস্তৃত থাকবে। আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের খাবার দান করে। এবং তাদেরকে বলে, আমরা কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে আহার্য দান করি। আমরা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও কামনা করি না। আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভয় করি, এমন এক দিনের যে দিন চেহারা ভীষণভাবে বিকৃত হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে উৎফুল্লতা ও আনন্দ দান করবেন। এবং তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দান করবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক "।

(সূরা আদ দাহ্‌র, আয়াত: ০৭-১২)

৫. জায়গায় জায়গায় মসজিদ-মাদ্রাসা ও ধর্মীয় সেন্টার প্রতিষ্ঠা করাঃ-

আনাস বিন মালেক রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বার্ণিত তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهَرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

" সাতটি আমলের সওয়াব বান্দার মৃত্যুর পর কবরে থাকা অবস্থায় তার জন্য জারি থাকে। যে ব্যক্তি কাউকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে, অথবা নদী খনন করবে, অথবা কূপ খনন করবে, অথবা খেজুর

গাছ লাগিয়ে যাবে, অথবা মসজিদ তৈরী করবে, অথবা পবিত্র কুরআনের উত্তরাধিকার রেখে যাবে অথবা এমন সন্তান রেখে যাবে যে মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে "।

(সহিহুত তারগীবি ওয়াত তারহিব হাদিস, ৭৩)

উসমান ইব্ নু ‘আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى - قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ - بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " .

" যে ব্যাক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কোন একটি মসজিদ বানালো, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে সেরুপ একটি ঘর বানাবেন।

(বুখারী হাদিস ৪৫০, মুসলিম হাদিস ৫৩৩)

৬. মানুষের কল্যানার্থে জায়গায় জায়গায় ফলদার বৃক্ষ রোপন করাঃ-

মানুষ মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সওয়াব পেতে থাকবে তার মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফলদার বৃক্ষ রোপণ করাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

" যে কোন মুসলিম ফলবান গাছ রোপণ করে কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা হতে পাখী কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ হতে সদাকাহ বলে গণ্য হবে "।

(বুখারী হাদিস, ২৩২০)

৭. কোন ইয়াতীমের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করাঃ-

কোন ইয়াতীমের ভরণপোষণের দায়িত্বভার নিজে গ্রহণ করা জান্নাতে যাওয়ার আরও একটি একটি বিরাট মাধ্যম।

সাহল রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

" আমি ও ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এমনিভাবে নিকটে থাকবো! এই বলে তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং এ দু'টির মাঝে কিঞ্চিত ফাঁক রাখলেন "। (সুবহান আল্লাহ)

(বুখারী হাদিস, ৫৩০৪)

৮. বিধবা ও মিসকিনের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করাঃ-

বিধবা ও মিসকিনের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করা আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করা এবং নিরলস নফল সলাত ও নফল রোজা আদায় করার সমতুল্য।

আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَكَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ

" বিধবা ও মিসকীনের প্রতি অনুগ্রহকারী লোক আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী লোকের পর্যায়ভুক্ত । বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এটাও বলেছেন যে, ঐ লোক অক্লান্ত সালাত আদায়কারী ও অনবরত সিয়াম সাধনাকারী ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত "।

(মুসলিম হাদিস, ২৯৮২)

৯. যেকোনো রোজাদার ব্যক্তিকে ইফতার করানোঃ-

যেকোনো রোজাদার ব্যাক্তিকে ইফতার করানো তার রোজার সমপরিমাণ সাওয়াব ইফতার আয়োজনকারীর আমল নামায় লিখা হবে।

যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

" কোন রোজা পালনকারীকে যে লোক ইফতার করায় সে লোকের জন্যও রোজা পালনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে। কিন্তু এর ফলে রোজা পালনকারীর সওয়াব থেকে বিন্দুমাত্রও কমানো হবে না "।

(তিরমিজি হাদিস, ৮০৭)

পূর্ব যুগের নিষ্ঠাবান সদাকাহকারীদের কিছু ঘটনাঃ-

১. আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

" মাদিনার আনসারীগণের মধ্যে আবু তালহা (রাযিঃ) সবচাইতে বেশি খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস (রাযিঃ) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো_

আল্লাহ তা আলা বলেনঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

" তোমরা কিছুতেই পুণ্যের নাগাল পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে (আল্লাহর তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য) ব্যয় করবে। বস্তুতঃ তোমরা যা-কিছুই ব্যয় কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত "।

তখন আবু তালহা (রাযিঃ) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর কাছে গিয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ বলেছেনঃ “তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না”- (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯২)। আর বায়রুহা বাগানটি আমার কাছে অধিক প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সাদাকা করা হলো, আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য সঞ্চয়রূপে থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন তাকে দান করুন। তখন রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তোমাকে ধন্যবাদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ তা শুনলাম। আমি মনে করি, তোমার আপন জনদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও। তখন আবু তালহা (রাযিঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাই করব। অতঃপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন "।

(বুখারী হাদিস ১৪৬১)

২. উরওয়াহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি আয়েশা (রাযিঃ) - কে দেখেছি সত্তর হাজার দিনার বা দিরহাম সাদাকাহ করে দিতে, অথচ তিনি তার পরনের কাপড় তালি লাগিয়ে পরেছিলেন "।

(স্বিফাতুস স্বাফওয়াহ ২/৩০)

৩. আসমা বিনতে আবু বকর (রাযিঃ) আগামীকালের জন্য কিছুই রাখতেন না। তিনি সব কিছুই আল্লাহর রাস্তায় সাদাকাহ করে দিতেন।

(আস সিয়ার ৩/৩৮০)

৪. আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) - এর নিকট যখনই তার কোন সম্পদ ভালো বা পছন্দনীয় মনে হতো তখনই তিনি তা আল্লাহর রাস্তায় সাদাকাহ করে দিতেন।

(ওয়াফায়াতুল আই য়ান ৩/৩০)

৫. আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) কখনো কখনো একই মজলিসে ত্রিশ হাজার দিনার বা দিরহাম সাদাকাহ করে দিতেন। অথচ তিনি কোন কোন মাসে এক টুকরো গোস্ত খাওয়ার পয়সাও নিজের কাছে খুঁজে পেতেন না!

(আস সিয়ার ৩/২১৮)

৬. ইমাম শা'বী (রঃ) বলেনঃ " আমার এমন কোনো আত্মীয় মরেনি যার উপর কিছু না কিছু ঋণ আছে, অথচ আমি তা তার পক্ষ থেকে আদায় করিনি।

(তাযকিরাতুল হুফফায ১/৮১)

৭. আলী বিন হাসান বিন আলী (রাযিঃ) - এর নিকট কোনো ভিক্ষুক আসলে তিনি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলতেন, তোমাকে ধন্যবাদ কারণ তুমি আমার ধন-সম্পদ আখিরাতের দিকে বয়ে নিয়ে যাবে।

৮. আনাস বিন সীরিন (রাযিঃ) রমাদ্বনের প্রতিটি সন্ধ্যায় পাঁচ শত মানুষকে ইফতার খাওয়াতেন। (শাযারাতুয যাহাব ১/১৫৭)

৯. জাফর বিন মুহাম্মদ বিন আলী (রাযিঃ) মানুষদেরকে এত বেশি খাওয়াতেন যে, পরিশেষে তার পরিবারের জন্য খাবারের কিছুই থাকতো না।

(স্বিফাতুস্ব স্বাফওয়াহ ২/১৬৯)

১০. আলী বিন ঈসা আল ওয়াযীর (রাযিঃ) বলেনঃ " আমি এ যাবত সাত লাখ দিনার অর্জন করেছি। তার মধ্য থেকে ছয় লাখ আশি হাজার দিরহামই আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় খরচ করে দিয়েছি"।

(আস সিয়ার ১৫/৩০০)

হাদিসের আলোকে সেরা দানঃ

মাওলানা শিব্বীর আহমদ

" দানে ধন বাড়ে', 'দান করে কেউ দরিদ্র হয় না " আমাদের সমাজে এসব কথা খুবই পরিচিত। ধার্মিক-অধার্মিক কিংবা মুসলিম-অমুসলিমের কোনো ফারাক এখানে নেই। আমাদের চারপাশের দেখা বাস্তবতা হল, স্বতঃস্ফূর্ত দানের মানসিকতা যাদের আছে, ধর্মীয় ও সামাজিক কল্যাণমূলক যে কোনো ইস্যুতে যারা বরাবর এগিয়ে আসেন, কোনো অভাবী-অসহায়-বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কখনোই যাদের কাছ থেকে খালি হাতে ফেরে না, কখনোই তাদের কণ্ঠে এ অনুযোগও শোনা যায় না_ 'দান করে আমি শেষ হয়ে গেছি'! এ দান বরং তাদের সম্পদকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। তারাও উদার হাতেই বিলিয়ে যান তাদের দান।

দান-সদকা মুমিন জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ । পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে দান-সদাকার অনেক ফজিলতের কথা। দান করলে বিপদ-আপদ দূর হয়। দান আল্লাহ তা'আলার ক্রোধকে নিভিয়ে দেয়। দানের প্রতিদানকে আল্লাহ তায়ালা সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন, এমনকি কাউকে আরও বেশি পরিমাণে নেকি দিয়ে থাকেন। কুরআন ও হাদীস থেকে

আহরিত এসব কথা আমাদের মুখে মুখে বেশ প্রচলিত। বলার কথা হল, এ দান-সদকা কেবল একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত-বিষয়টি এমনই নয়।

বরং পবিত্র কুরআনুল কারীমে খাঁটি ও যথার্থ মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন এ দান-সদাকার কথাও বলেছেনঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيم. ٌ

" সন্দেহ নেই, মুমিন তো তারাই, আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে যাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের প্রভূর ওপর ভরসা করে; যারা যথারীতি নামায আদায় করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। এরাই হচ্ছে প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবীকা "। (সূরা আনফাল, আয়াত : ২-৪)

আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা, পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শুনে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া, আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করা এবং নিয়ম মেনে সালাত আদায় করা_ একজন মুসলমানের জন্য তো এসবের কোনো বিকল্প নেই। তবে এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয়ঃ এসবের পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত মুমিনের পরিচয় হিসেবে দান-সদাকাহ'র কথাও উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেছেনঃ

" আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে "। এ 'ব্যয় করার' মধ্যে ফরজ দান যাকাত যেমন রয়েছে, তেমনি নফল দান-সদাকাহও এর অন্তর্ভুক্ত। দান-সদাকাহ নিয়ে, তা ফরজ কিংবা নফল হোক, পবিত্র কুরআনে এ বিষয় নিয়ে অনেক কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু উপরোক্ত কথাটি, মাত্র তিনটি আরবী শব্দে_

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون.َ

_যেভাবে বারবার উল্লেখিত হয়েছে পবিত্র কুরআনে, তাও সবিশেষ লক্ষণীয়।
ফরজ দান তথা যাকাতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। কারও কাছে যদি যাকাত আদায়যোগ্য নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে, তবে শতকরা আড়াই টাকা হারে তাকে যাকাত আদায় করতে হয়। যাকাত যদি ফরজ হয়, তবে একজন মুসলমানের জন্যে এ যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু নফল দানের ক্ষেত্রে এমন কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। নেই বাধ্যবাধকতাও। ধনী-গরীব যে কেউ যখন ইচ্ছা দান করতে পারে। কম-বেশি যেকোনো পরিমাণই দান করতে পারে। দান প্রকাশ্যে হতে পারে, হতে পারে গোপনেও।

প্রশ্ন হল, কোথায় কখন কীভাবে দান করলে নেকী পাওয়া যাবে বেশি? কোন্ দানটি আল্লাহ তাআলার নিকট সেরা দান হিসেবে বিবেচিত হবে?

এ প্রশ্নের উত্তর আমরা সরাসরি নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ-নিঃসৃত হাদীসেই খুঁজে পাই। কখনো বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে তিনি নিজেই সেরা দানের পরিচয় তুলে ধরেছেন। কখনো কোনো সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন কোনটি সেরা দান । কয়েকটি হাদীস লক্ষ করা যাকঃ

এক.

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ - أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ - عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

" সর্বোত্তম সদাকাহ সেটাই, যা নিজের সচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয়। দাতার হাত গ্রহীতার হাতের তুলনায় উত্তম। আর (যখন অর্থব্যয় করবে তখন) তোমার পোষ্য ও অধীনস্তদের দিয়ে শুরু করবে "।

(সহিহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৪)

এ হাদীসের প্রথমাংশে সেরা দানের একটি পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে দানের শ্রেষ্ঠত্বের কথা। আর শেষ বাক্যটিতে রয়েছে অর্থব্যয় ও দান-সদাকাহ বিষয়ক একটি বিশেষ নির্দেশনা। বলা হয়েছেঃ যাদের প্রতিপালনের ভার তোমার উপর ন্যস্ত, তোমার অর্থব্যয়টা তাদেরকে দিয়েই শুরু করো। তাদের প্রয়োজনটা আগে মিটিয়ে নাও।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে_ নিজের প্রতিপাল্য ও অধীনস্ত পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণে যে অর্থ আমরা ব্যয় করি, তাও কি সদাকাহ বলে বিবেচিত হবে? তাতেও কি সওয়াব পাওয়া যাবে?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবেঃ

مَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ.

" তুমি যা কিছুই ব্যয় কর, সেটাই তোমার জন্যে সদাকাহ, এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি তুমি তুলে দাও সেটাও "।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৩৫৪)

বলাবাহুল্য, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ একজন আল্লাহ বিশ্বাসী মু'মিন ব্যক্তি তো আল্লাহর সন্তুষ্টির পথেই ব্যয় করবে। যে কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, যে কাজে তাঁর বিধান লঙ্ঘিত হয়, সে কাজে মু'মিন কী করে আল্লাহর দেয়া নিআমত ও রিযিক নষ্ট করবে? তাই মুমিন ব্যক্তি তার প্রতিটি অর্থব্যয়ের জন্যেই আল্লাহ তা'আলার নিকট পুরস্কৃত হবে।

হাদীসে স্পষ্ট করা হয়েছে যে_ স্ত্রীর জন্যে সে যে খাবারের ব্যবস্থা করেছে, যা তার ওপর আরোপিত এক অপরিহার্য দায়িত্ব, সেটাও তার জন্যে সদাকাহ।

আরেকটি হাদীস লক্ষ করা যাক_ এর ভাষ্য আরও পরিষ্কার, আরও আলোছড়ানো।
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.

"একটি দিনার তুমি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) ব্যয় করেছ, একটি দিনার তুমি দাসমুক্তির জন্যে ব্যয় করেছ, একটি দিনার তুমি কোনো মিসকীনকে সদাকাহ করেছ, আরেকটি দিনার তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করেছ। এসবের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিদান সেটাতেই পাওয়া যাবে, যা তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করেছ "।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯৯৫)

আমাদের আলোচ্য হাদীসটিতে সেরা দানের পরিচয়ে বলা হয়েছে-নিজের সচ্ছলতা ঠিক রেখে যে দান করা হয় সেটাই সেরা দান।

'প্রথম কথা হল', নিজের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূরণে যে অর্থ ব্যয় করা হয় সেটার সওয়াবই সবচেয়ে বেশি। এটাও এক প্রকার সদাকাহ, এক প্রকার দান। এটা যেহেতু শরীয়তের পক্ষ থেকেই আরোপিত এক দায়িত্ব, যা অবহেলা কিংবা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই, সঙ্গত কারণেই তাতে সওয়াব বেশি হওয়াটাও স্বাভাবিক। আর পরিবার ও অধীনস্তদের বাইরে যখন কাউকে দানের প্রসঙ্গ আসে, তখন ততটুকুই দান করো, যেন তোমার ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালনে, তোমার অধীনস্তদের ভরণপোষণ ও অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণে তুমি আবার অপারগ হয়ে বসে না থাক। কোনো অভাবী ব্যক্তির সহায়তায় নিজের সবটুকু বিলিয়ে দিয়ে যদি আবার নিজেই অভাবের শিকার হতে হয়, নিজের এবং পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্য কারও কাছে হাত পাততে হয়, তবে এ দান ও সহযোগিতা শরীয়তের উদার দৃষ্টিতে কিছুতেই কাম্য হতে পারে না।

হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসঃ

" একবার আমরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। এক লোক তখন ডিমের মতো এক টুকরো স্বর্ণ নিয়ে এসে বলল, ইয়া রসুলুল্লাহ! খনি থেকে আমি এটা পেয়েছি। এটি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। আপনি এটি গ্রহণ করুন। এটি সদাকাহ।'

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। লোকটি তখন ডান দিক দিয়ে এসে একই কথা বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এবার সে বাম দিক থেকে এল। এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। লোকটি এরপর পেছন দিক থেকে কথা বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার হাত থেকে ওই টুকরোটা নিয়ে তার দিকেই ছুড়ে মারলেন "। যদি তার

গায়ে লাগত, তবে সে মারাত্মক ব্যথা পেত। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

يَأْتِى أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفّ النَّاسَ، خَيْرُ الصّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى.

" তোমাদের কেউ কেউ নিজের মালিকানাধীন সবকিছু নিয়ে এসে বলে এসব সদাকাহ। এরপর সে মানুষের কাছে হাত পেতে বসে থাকে। সর্বোত্তম সদকা তো সেটাই, যা সচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয় "।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৫)

দান-সদাকাহ আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্মে অত্যন্ত ফজিলতময় ও মর্যাদাপূর্ণ একটি আমল। কিন্তু এ দানের ক্ষেত্রেও যেন স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘিত না হয়, নিজের এবং পরিবার-পরিজনের বৈধ অপরিহার্য প্রয়োজনাদি মেটানোর দিকটি যেন উপেক্ষিত না হয়, ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষাও দেয়। কুরআনে মহান রাব্বুল 'আলামীনের অমোঘ নির্দেশনাঃ

وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا.

" (দান না করে) তুমি তোমার হাতকে গলায় আটকে রেখো না, আবার তা সম্পূর্ণরূপে বিছিয়েও দিয়ো না। অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে "।

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৯)

কার্পণ্য করা যাবে না। দান করা থেকে সবসময় হাত গুটিয়ে রাখা যাবে না। কোনো উপলক্ষ যখন আসে, সাধ্যমতো সেখানে দান-সদাকাহ করতে হবে। পরিমাণে তা কম-বেশি যা-ই হোক। এটা মুমিনের গুণ, মুমিনের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাই বলে নিজেকে অভাবের মুখে ঠেলে দিয়ে সবকিছুই দান করে দেওয়া! -এটাও ইসলামের শিক্ষা নয়। অবশ্য কেউ যদি এতটাই সংযমী ও ধৈর্যশীল হয়, সবকিছু বিলিয়ে দিয়েও নিজের অভাবের কথা, প্রয়োজনের কথা অন্য কারও কাছে প্রকাশ করবে না, আল্লাহ তাআলার ওপর তার ভরসা যদি এতটাই প্রবল হয় এবং এ নিয়ে তার

অধীনস্তদের কোনো প্রকার অনুযোগ না থাকে, তখন সে চাইলে পুরো সম্পদও দান করে দিতে পারে।

" তাবুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এমনটাই করেছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দান গ্রহণও করেছিলেন। আবার তিনিই অবস্থার ভিন্নতাকে আমলে নিয়ে কোনো কোনো সাহাবীর পুরো সম্পদ দান হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। দান-সদাকাহ'র ক্ষেত্রে ভারসাম্যের এ শিক্ষাটি কুরআনুল কারীমের আরেকটি স্থানেও আলোচিত হয়েছে। সেখানকার উপস্থাপন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, মাত্র একটি শব্দে, কিন্তু এতে নিহিত রয়েছে অর্থের ব্যাপকতা।

সাহাবায়ে কেরাম নবীজী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেনঃ তারা কোন সম্পদ দান করবে? এ প্রশ্নটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন-

َقُلِ الْعَفْوِ.

" আপনি বলে দিন, যা (তোমাদের প্রয়োজনের) অতিরিক্ত "। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৯)

সারমর্ম এটাই_ " প্রথমে নিজের এবং নিজের পরিবারস্থ প্রতিপাল্য যারা তাদের হক আদায় করো। এরপর যদি কিছু সম্পদ হাতে থেকে যায়, সেখান থেকে দান করো অভাবী-অসহায়দের, শরীক থাকো কল্যাণকর কাজে। মনে রাখতে হবে_ নফল ও ঐচ্ছিক এ দানের জন্যে কিছুতেই ফরজ ও অবধারিত হক লঙ্ঘন করা যাবে না। ভারসাম্যের এ পথে যে দান-সদাকাহ করা , সেটাই সেরা দান " ।

দুই.

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি প্রশ্ন করেছেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! কোন সদকা সবার সেরা?

রসুলুল্লাহ (ﷺ) উত্তর দিয়েছেনঃ

جَهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول.ُ

" অর্থসম্পদ যার কম, যে অসচ্ছল, কষ্ট করে সে যা দান করে (সেটাই সর্বোত্তম সদাকাহ)। আর তুমি তোমার অধীনস্তদের দিয়ে শুরু করো "।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৯)

এখানে স্পষ্টঃ একজন ধনী মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর বেশ পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত রেখেও চাইলে অনেক টাকা দান করতে পারবে। এতে তাকে কোনো সংকটের মুখে পড়তে হবে না। কিন্তু একজন অসচ্ছল মানুষ, নিজের আবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটানোই যার জন্য কষ্টকর, অল্প পরিমাণে দান করাও তার জন্যে কষ্টকর। নিজের প্রয়োজনই যেখানে মেটে না, সেখানে অন্যের প্রয়োজন মেটানোয় এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি কল্পনা করা সহজ নয়। এরপরও যখন অসচ্ছল কোনো ব্যক্তি দান করে, পরিমাণে তা যত অল্পই হোক, ইখলাস ও আন্তরিকতার মিশেলে তা আল্লাহর দরবারে অনেক অনেক মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে।

তিন.

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসঃ

এক ব্যক্তি এসে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসুলুল্লাহ! কোন সদাকায় সবচেয়ে বেশি সওয়াব হবে? রসুলুল্লাহ (ﷺ) উত্তর দিয়েছেনঃ

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.ِ

" যখন তুমি সুস্থ-সবল, তোমার উপার্জিত সম্পদ তুমি তোমার নিজের কাছে রেখে দিতে চাচ্ছ, অভাবে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তোমার রয়েছে, তুমি সচ্ছলতার স্বপ্নও দেখ-এমন পরিস্থিতিতে তুমি যে দান করবে (সেটাই তোমার জন্যে অধিক প্রতিদান বয়ে আনবে)। (দান-সদাকার ক্ষেত্রে) তুমি এতটা বিলম্ব করো না যে, তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল আর তখন তুমি বলতে থাকলে-এটা অমুকের, এটা তমুকের। শোনো, এটা তো তখন অন্যদেরই হয়ে যায় "।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩২)

অনেকসময় দেখা যায়, মানুষ যখন কোনো বিপদে পড়ে তখন সে দান করতে চায়। একইভাবে যখন অসুস্থতা, বার্ধক্য কিংবা অন্য কোনো পরিস্থিতির মুখে পড়ে কেউ নিজের জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে, জীবন কিংবা নিজের উপার্জিত সম্পদ উপভোগ করার কোনো আশা আর তার থাকে না, তখনও সে সম্পদ গরীবদের দান করে দিতে চায়। সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ নিজের সম্পদ ইচ্ছেমতো দান করতে পারে। কিন্তু যদি মৃত্যুপরবর্তী সময়ের জন্যে ওসিয়ত করে যেতে চায়, তবে তা অবশ্যই রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে। বাকিটা ওয়ারিশদের। এ হাদীসের মূল মর্ম এটাই_ দান যা করতে চাও, সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থাতেই করে নাও। মৃত্যু যখন তোমার দুয়ারে কড়া নাড়বে, তখন এটা-ওটা দান করার ওসিয়ত করতে থাকবে! এমনটা করার খুব সুযোগ নেই।

মানুষ যতদিন সুস্থ-সবল থাকে, দুনিয়ার রঙিন স্বপ্ন তাকে হাতছানি দিতে থাকে। একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের আশায় সে বিভোর থাকে। অভাবের মুখে পড়ার আশঙ্কাও মনে উঁকি দেয়। আর শয়তান তো এ ভয় দেখানোতেই লিপ্ত।

পবিত্র কুরআনের ঘোষণা-

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ

" শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার ভয় দেখায় আর তোমাদেরকে মন্দ কাজের (কৃপণতার) আদেশ করে "।

(সূরা বাকারা,আয়াত: ২৬৮)

অভাব ও দরিদ্রতার এ ভয় ও আশঙ্কাকে উপেক্ষা করে, সম্পদের প্রতি স্বভাবজাত লোভ ও কার্পণ্যকে জয় করে যারা সম্পদ দান করতে পারে, সন্দেহ নেই, এজন্যে নিজেদের মনের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই করতে হয় অবিরাম। আর কষ্ট যেখানে বেশি, তা যদি সঠিক পন্থায় হয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে বিনিময়ও সেখানে বেশি ও উত্তম । সওয়াব ও প্রতিদানে সেটাই হবে সেরা দান।

চার.

আরেকটি হাদীস। এখানে অবশ্য সরাসরি সেরা দানের কথা নেই। তবে রয়েছে একটি অনন্য মর্যাদা ও ফজিলতের কথা। রোজ হাশরে যখন সূর্য থাকবে খুব কাছাকাছি, তাপে আর তৃষ্ণায় মানুষ থাকবে অস্থির!
হাদীসের ভাষ্যানুসারে, কঠিন সে মুহূর্তে সাত শ্রেণির লোককে আল্লাহ তা'আলা নিজ ছায়ায় স্থান দেবেন।

তাদের মধ্যে অন্যতম একশ্রেণি_

رَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُه.ُ

" এমন ব্যক্তি, যে এতটাই গোপনে দান করে, তার ডান হাতের করা দান বাম হাতও জানতে পারে না "।
(সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪২৩)

গোপন দানে ইখলাস, আন্তরিকতা ও সওয়াবের প্রত্যাশা বেশি থাকাই স্বাভাবিক। আর আল্লাহ তা'আলা এ ইখলাসেরই মূল্যায়ন করেন।
অবশ্য গোপন দানের ফজিলতের কথা শুনে প্রকাশ্য দানকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই।

পবিত্র কুরআনে গোপন-প্রকাশ্য উভয় দানের কথাই বলা হয়েছে-

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِیَ وَ اِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَّكُم. ْ

" যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি তা গোপনে কর এবং গরীবদের দিয়ে থাক তবে তা আরও উত্তম "।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭১)

নিয়ত ও ইখলাসে যদি কোনো ত্রুটি না থাকে, তবে প্রকাশ্য দানে উন্মোচিত হতে পারে কল্যাণের আরেক দুয়ার। কারও দান দেখে যদি কেউ উৎসাহিত হয় আর সে ব্যক্তিও পরে দান করে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব যোগ হবে প্রথম ব্যক্তির আমলনামায়। (সুবহান আল্লাহ)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর আরও একটি হাদীস_ যেখানে তিনি বলেছেনঃ

مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ.

" মুসলমানদের মধ্যে কেউ যখন কোনো ভালো কাজের সূচনা করে, এরপর তা অন্যদের আমলে পরিণত হয়, এ আমলকারীরা সকলে মিলে যে সওয়াব পাবে এর সমপরিমাণ সওয়াব সূচনাকারীর জন্যেও লিখে দেয়া হবে, তবে তাদের সওয়াব বিন্দু পরিমাণও কমবে না "।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০১৭)

সুবহানাল্লা-হি ওয়া বি'হামদিহী! এতোটাই সুন্দর আমাদের ইসলাম। একটু সচেতন হলেই এখানে রয়েছে আঁচল ভরে নেয়ার সুযোগ।

দান-সদাকাহ'র ক্ষেত্রে আমাদেরকে ভারসাম্য মেনে চলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নফল দানের আগে ফরযজ দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা হয়েছে। আবার সীমিত আয়ের অসচ্ছল কেউ যখন কষ্ট করে সামান্যও দান করে, সেটাকে বলা হচ্ছে সেরা দান।

বিপদাপদ দূর করার জন্যে দান করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, কিন্তু উৎসাহিত করা হয়েছে সুস্থ কর্মক্ষম স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বেশি পরিমাণে দান করার প্রতি। সে দান প্রকাশ্যে হতে পারে, হতে পারে গোপনেও। দানের এ শিক্ষা যদি ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের জীবন ও সমাজ তবে আলোকিত হবেই ইং শা আল্লাহ।